যুগান্তর

JUL 27 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নির্যাতনের দায়দায়িত্ব ভিসির ওপরই বর্তাচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলে রাতের অন্ধকারে পুলিশের নজিরবিহীন হামলা ও ছাত্রীদের নির্যাতনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর

ভিসি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

ভিসি : দায়দায়িত্ব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওপর বর্তাচ্ছে। সরকার তাকে উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার কথাই ভাবছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে করা হয়নি। পুলিশের এই অভিযান নামের ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা কেউ এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও নাকি জানতেন না! বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও সংশ্লিষ্ট পুলিশই শুধু জানতেন!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক মন্ত্রী ও নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ অভিযানের নামে যা করেছে তা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা আর কখনোই ঘটেনি।

একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী জানান, পরদিন বুধবার বেলা ১১টা থেকে আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকেও এ ঘটনা জানানো হয়নি। এমনকি ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছিল সেটাও জানানো হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও পুলিশের আইজিও ওই বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন। তারাও নাকি এ ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলেননি। কেউ এ ঘটনার দায়দায়িত্ব স্বীকার করছেন না।

জানা গেছে, বিএনপির হাইকমান্ড এ ঘটনায় খুবই বিব্রত। সরকার তার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে যখন এই অবস্থান ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবেই দায়দায়িত্ব যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর ওপর। তিনিই নাকি ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে পুলিশ ডেকেছেন এবং তার অনুমতিতেই পুলিশ গভীর রাতে ছাত্রী হলে ঢুকে মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম পুরুষ পুলিশ হলের ভেতরে ঢোকেনি বলে যে দাবি করেছেন তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে হলের ছাত্রীরা। ছাত্রীরা বলেছে, 'পুরুষ পুলিশ ঢুকেছিল এবং পুলিশ শুধু ধর্ষণ করেনি। বাকি সব নির্যাতনই করেছে।'

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টরের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় এখন বিক্ষোভমুখর। বিশ্ববিদ্যালয় এখন অচল। পরীক্ষাসহ শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ। আন্দোলন ক্যাম্পাস ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ এ ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে না। পরিস্থিতি অনুধাবন করেই সরকার খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছে।

সরকারের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, সরকার তার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে অব্যাহতি দিতে পারে। সে সঙ্গে প্রভোস্ট সুলতানা শফির বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানিয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ না করে এবং অনুমতি না নিয়ে গভীর রাতে ছাত্রী হলে অভিযান এবং মেয়েদের নির্যাতনের অপরাধে সংশ্লিষ্ট পুলিশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে। এর দায় গিয়ে পড়ছে ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের ওপর। কারণ, ওইদিন কমিশনার আবদুল কাইয়ুম ছিলেন না। দায়িত্বে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জাহুরুল হক।